তারিখ ... 14 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... 2 ...

আমাদের সময়

বরিশালে ফরম পূরণে অতিরিক্ত ফি আদায়

টাকা ফেরত না দিয়েই জোর করে প্রমাণপত্রে স্বাক্ষর আদায়

বরিশাল প্রতিনিধি ●

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের অধীন বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে আদায়কৃত অতিরিক্ত অর্থ ফেরত প্রদান করতে গিয়ে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তারা বোর্ডের নির্দেশিত অর্থ ফেরতের প্রমাণপত্রে শিক্ষার্থীদের স্বাক্ষর আদায় করে বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়েছেন। কিন্তু তারা পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায়কৃত অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেননি।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বরিশালের গৌরনদী উপজেলার অশ্বিনী কুমার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান, যারা পাস করে স্কুল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, তারা প্রতি বছর কমপক্ষে ৭-৮টি বেঞ্চ ভাঙাসহ প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করছে। এগুলো আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে ঠিক করতে হয়। ওই শিক্ষক আরও বলেন, স্কুলের বেশ কয়েকজন শিক্ষক ও কর্মচারীকে প্রতিষ্ঠান থেকে বেতন দিতে হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বরিশাল শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিভাগের ৯৩টি স্কুলকে এসএসসি ফরম ফিলামে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগে চিঠি প্রেরণ করে। এতে ৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আদায়কৃত অতিরিক্ত টাকা নিজ নিজ পরীক্ষার্থীকে ফেরত দিয়ে তাদের কাছ থেকে প্রমাণপত্র সংগ্রহ করে বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে বলা হয়।

টাকা ফেরত পেয়েছে কিনা জানতে গৌরনদীর অশ্বিনী কুমার মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে অংশ নেওয়া কয়েকজন এসএসসি পরীক্ষার্থী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানায়, পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর স্কুলের কোনো কাগজপত্রে স্যাররা আমাদের কাছ থেকে স্বাক্ষর নেয়নি। এমনকি তাদের কাছ থেকে ফরম পূরণের সময় অতিরিক্ত যে অর্থ নেওয়া হয়েছিল তা ফেরত পায়নি।

শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা যায়, অশ্বিনী কুমার বিদ্যালয় থেকে ১ লাখ ৬৬ হাজার টাকা পরীক্ষার্থীদের ফেরত দেওয়ার প্রমাণপত্র জমা দেওয়া হয়েছে।

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক মো. আবুল বাশার জানান, বরিশালের ৯৩ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এসএসসি ফরম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে টাকা ফেরতে নোটিশ দেওয়া হয়। নির্দেশ অনুযায়ী ৯০টি বিদ্যালয় অতিরিক্ত ফি ফেরত প্রদানের প্রমাণপত্র বোর্ডে জমা দিয়েছে। তিনি আরও জানান, টাকা ফেরত প্রদান না দিয়ে প্রমাণপত্রে শিক্ষার্থীদের স্বাক্ষর নেওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেলে ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বরিশাল শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর মু. জিয়াউল হক জানান, নোটিশ প্রদান করা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ৯০টি অর্থ ফেরত প্রদানের প্রমাণপত্র জমা দিয়েছে। আর জোর করে স্বাক্ষর নিয়ে প্রমাণপত্র বোর্ডে জমা দেওয়ার বিষয়ে তিনি জানান, এ রকম করলে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্য, চলতি এসএসসি পরীক্ষায় বরিশাল অঞ্চলের এক হাজার ৩৯০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিয়মিত ও অনিয়মিত ৮২ হাজার ২৪৩ শিক্ষার্থী পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণ করে। আর এ সুযোগে ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বোর্ডের নির্ধারিত ফির চেয়ে কয়েক গুণ বেশি টাকা হাতিয়ে নেয়। তারা প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে চার থেকে ছয় হাজার টাকা আদায় করে বলে শিক্ষা বোর্ডে অভিযোগ করেন অভিভাবকরা।